শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৯, ১ সংখ্যা, ১বৈশাখ ১৪২২ (১৫ এপ্রিল ২০১৫) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

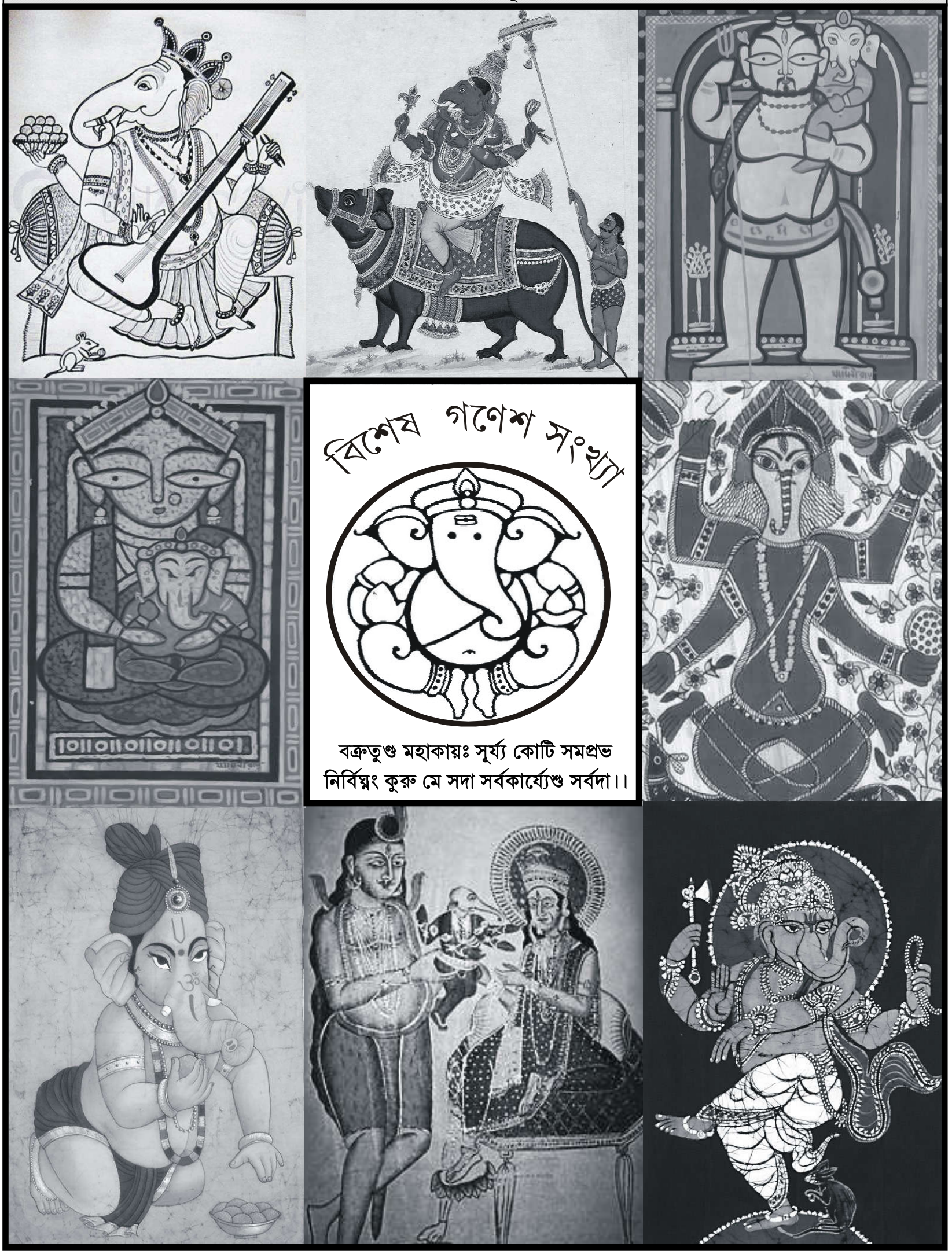

শিক্ষা আনে চেতনা

সম্পাদকীয়

বাঙালির তের পার্বনের এক পার্বন নববর্ষ। ওপার বাংলার মতো না হলেও এপার বাংলাতেও বর্তমানে বাংলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণের রেওয়াজ হয়েছে। তবে এখনও নববর্ষের অনুষ্ঠান বলতে মূলত স্বর্ণ, পুস্তকসহ অন্যান্য ব্যবসায়িদের 'আপণ ঘরে' ভগবান শ্রী গণেশের পূজাকেই সবাই বোঝে। নববর্ষের প্রাকাল্লে বাঙালি হিন্দু ব্যবসায়িরা সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করেন। শুধু নববর্ষের হিসাব শুরুর প্রারম্ভেই নয়, হিন্দু রীতির ধর্মাচরণের সর্বক্ষেত্রে ভগবান শ্রী গণেশ সর্বপ্রথম পূজ্য এবং স্মরণীয়। যে কোন মঙ্গল কাজ প্রথমে গণেশের পূজা ছাড়া সম্পন্ন হয় না। ইনি বিঘ্নবিনাশক, তাই প্রথমে এনার পূজা করা অনিবার্য। শীঘ্র প্রসন্ন হওয়ার স্বভাবের জন্য এনার পূজার বিধানে যেমন অত্যধিক নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই, তেমনি অনেক উপকরণেরও আবশ্যকতা নেই। যে কেউ হলুদ মাটি, সুপারি বা গোবরের মূর্তি তৈরী করে সামান্য দূর্বা ও অতিসামান্য মিষ্টান্নের সাহায্যে পূজা করে এঁকে প্রসন্ন করতে পারে। হাতির মুখ এবং বৃহৎ উদরের জন্য ভগবান শ্রী গণেশদেব ছোটোদের অত্যন্ত প্রিয়। যেকোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কাছেই ভগবান শ্রী গণেশ অত্যন্ত প্রিয় আরাধ্য দেবতা। ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভগবান শ্রী গণেশ স্বমহিমায় বিরাজ করছেন সর্বক্ষেত্রে। পোষাক-আশাকে চলতি ফ্যাশান হয়ে, দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের ছবি হয়ে, শুভ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে মঙ্গল চিহ্ন হয়ে, গল্প-উপন্যাসের বিষয় হয়ে, আবার বিজ্ঞাপনে ক্রেতাকে আকর্ষণের মাধ্যম হয়ে। শ্রী গণেশের এই বিশাল ব্যপ্তির সামান্য নিদর্শনকে পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় ধরার চেষ্টা আসলে মঙ্গলমূর্তি শ্রী গণেশের প্রতি অন্তরের ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৭শ শতাব্দীর রাজস্থানী চিত্র ঃ ব্যাসদেব গণেশকে মহাভারত লেখার অনুরোধ করছেন

।। গ ণে শ না মা ।।

ওঁ গজাননায় নমঃ ।।	ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।।	ওঁ বিঘ্নারাজায় নমঃ ।।
ওঁ বিনায়কায় নমঃ ।।	ওঁ দেত্বমাতুরাায় নমঃ ।।	ওঁ দ্বিমুখায় নমঃ ।।
ওঁ প্রমুখায় নমঃ।।	ওঁ সুমুখায় নমঃ ।।	ওঁ কৃতিনে নমঃ ।।
ওঁ সুপ্রদীপায় নমঃ ।।	ওঁ সুখ-নিধয়ে নমঃ ।।	ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ।।
ওঁ সুরারিঘ্নায় নমঃ ।।	ওঁ মহাগণপতয়ে নমঃ ।।	ওঁ মান্বায় নমঃ ।।
ওঁ মহাকালায় নমঃ ।।	ওঁ মহাবলায় নমঃ ।।	ওঁ হেরম্বায় নমঃ ।।
ওঁ লম্বজঠরায় নমঃ ।।	ওঁ হ্রস্বগ্রীবায় নমঃ ।।	ওঁ মহোদরায় নমঃ ।।
ওঁ মদোৎকটায় নমঃ ।।	ওঁ মহাবীরায় নমঃ ।।	ওঁ মংত্রিণে নমঃ ।।
ওঁ মঙ্গলস্বরায় নমঃ ।।	ওঁ প্রমধায় নমঃ ।।	ওঁ প্রথমায় নমঃ ।।
ওঁ প্রাজ্ঞায় নমঃ ।।	ওঁ বিঘ্নকর্ত্রে নমঃ ।।	ওঁ বিঘ্নহংত্রে নমঃ ।।
ওঁ বিশ্বনেত্রে নমঃ ।।	ওঁ বিরাটপতয়ে নমঃ ।।	ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ ।।
ওঁ বাগ্পতয়ে নমঃ ।।	ওঁ শৃঙ্গারিণে নমঃ ।।	ওঁ অশ্রিতবৎসলায় নমঃ ।।
ওঁ শিবপ্রিয়ায় নমঃ ।।	ওঁ শীঘ্রকারিণে নমঃ ।।	ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।।
ওঁ বলায় নমঃ ।।	ওঁ বলোত্থিতায় নমঃ ।।	ওঁ ভবাত্মজায় নমঃ ।।
ওঁ পুরাণ পুরুষায় নমঃ ।।	ওঁ পুষ্করোৎষিপ্ত বারিণে নমঃ ।।	ওঁ পূষ্ণে নমঃ ।।
ওঁ অগ্রগণ্বায় নমঃ ।।	ওঁ অগ্রপূজ্বায়য় নমঃ ।।	ওঁ অঘগামিনে নমঃ ।।
ওঁ মংত্রকৃতে নমঃ ।।	ওঁ চামীকর প্রভায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বায় নমঃ ।।
ওঁ সর্বপাস্বায়ায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বকর্ত্রে নমঃ ।।	ওঁ সর্বনেত্রে নমঃ ।।
ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বসিদ্ধয়ে নমঃ ।।	ওঁ পঞ্চহস্তায় নমঃ ।।
ওঁ পার্বতীনন্দনায় নমঃ ।।	ওঁ প্রভবে নমঃ ।।	ওঁ কুমারগুরবে নমঃ ।।
ওঁ অক্ষভায় নমঃ ।।	ওঁ প্রমোদায় নমঃ ।।	ওঁ মোদকপ্রিয়ায় নমঃ ।।
ওঁ কুঞ্জরাসুর ভঞ্জনায় নমঃ ।।	ওঁ কান্তিমতে নমঃ ।।	ওঁ ধৃতিমতে নমঃ ।।
ওঁ কামিনে নমঃ ।।	ওঁ কপিত্থবনপ্রিয়ায় নমঃ ।।	ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।।
ওঁ ব্রহ্মরূপিণে নমঃ ।।	ওঁ ব্রহ্মবিদ্বায়দি দানভুবে নমঃ ।।	ওঁ জিষ্ণবে নমঃ ।।
ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায় নমঃ ।।	ওঁ ভক্তজীবিতায় নমঃ ।।	ওঁ জিৎমন্মথায় নমঃ ।।
ওঁ ঐশ্বর্য কারণায় নমঃ ।।	ওঁ জ্বায়সে নমঃ ।।	ওঁ যক্ষকিন্নরেসেবিতায় নমঃ ।।
ওঁ গঙ্গাসুতায় নমঃ ।।	ওঁ গণধীশায় নমঃ ।।	ওঁ গম্ভীরনিন্দায় নমঃ ।।
ওঁ বটবে নমঃ ।।	ওঁ অভীষ্ট বরদায়িনে নমঃ ।।	ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।।
ওঁ ভক্তনিথয়ে নমঃ ।।	ওঁ ভাবগম্বায় নমঃ ।।	ওঁ মঙ্গলপ্রদায় নমঃ ।।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।।	ওঁ অপ্রাকৃত পরাক্রমায় নমঃ ।।	ওঁ সতয়ধর্মিণে নমঃ ।।
ওঁ সখয়ে নমঃ ।।	ওঁ সরসাংবু নিথয়ে নমঃ ।।	ওঁ মহেশায় নমঃ ।।
ওঁ দিব্বাঙ্গায় নমঃ ।।	ওঁ মণিকিঙ্কিণীমেখলায় নমঃ ।।	ওঁ সমস্তদেবতামূর্তয়ে নমঃ ।।
ওঁ সহিষ্ণবে নমঃ ।।	ওঁ সতোত্তিত্থায় নমঃ ।।	ওঁ বিঘাতকারিণে নমঃ ।।
ওঁ বিশ্বগ্দৃশে নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বরক্ষাকৃতে নমঃ ।।	ওঁ কল্যাণ গুরবে নমঃ ।।
ওঁ উন্মত্ত বেষায় নমঃ ।।	ওঁ অপরাজিতে নমঃ ।।	ওঁ সমস্ত জগধারায় নমঃ ।।
ওঁ সত্বৈশ্বর্য্যপ্রদায় নমঃ ।।	ওঁ আক্রান্ত চিদ চিৎপ্রভবে নমঃ ।।	ওঁ শ্রী বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ ।।

কবিতায় গণেশ

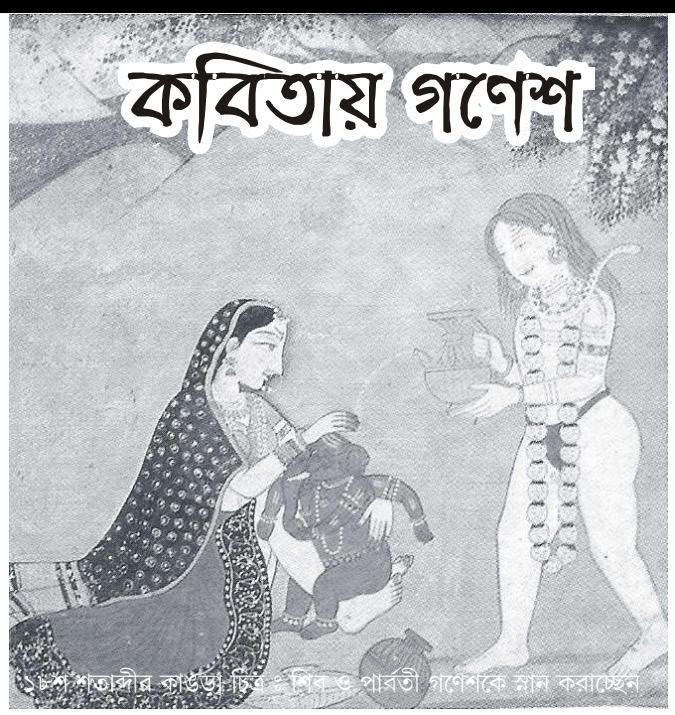
১৮শ শতাব্দীর কাঙড়া চিত্র : শিব ও পার্বতী গণেশকে স্নান করাচ্ছেন

১লা বোশেখে
(একলা বসে কে!)

সারা বছর কুলুঙ্গীতে
ঝুল আর ধুলো গায়ে,
হালখাতার শুকনো গোড়ে,
সিঁদুর গোলা পায়ে।
ব্যবসা এখন জোয়ার ডাকা,
দোরগোড়াতে জুতো,
ঠাণ্ডা-গরম, এটা-সেটা,
রঙিন ব্যাগে কত।
আমার বরেই এমন দশা,
শুনি নিজের কানে,
সাতটি দিনে একটি বারের
নজর আমার পানে।
এমনি করেই দিনগুলি যায়,
মাসের পরে মাস,
এ ব্যবস্থাই পাকা আছে,
নিত্য বারোমাস।
বছর শুরুর দিনটাতে জল
অন্য খাতে বয়,
আসন খানায় ঝাড়া পোঁছা,
রূপখানা বদলায়।
এই নিয়মেই 'এণ্ড সন্স' আর
'গ্র্যাণ্ড সন্স কোং' যত,
আপণ-ঘরে ঠাঁই দিয়েছে,
পালন করে ব্রত।

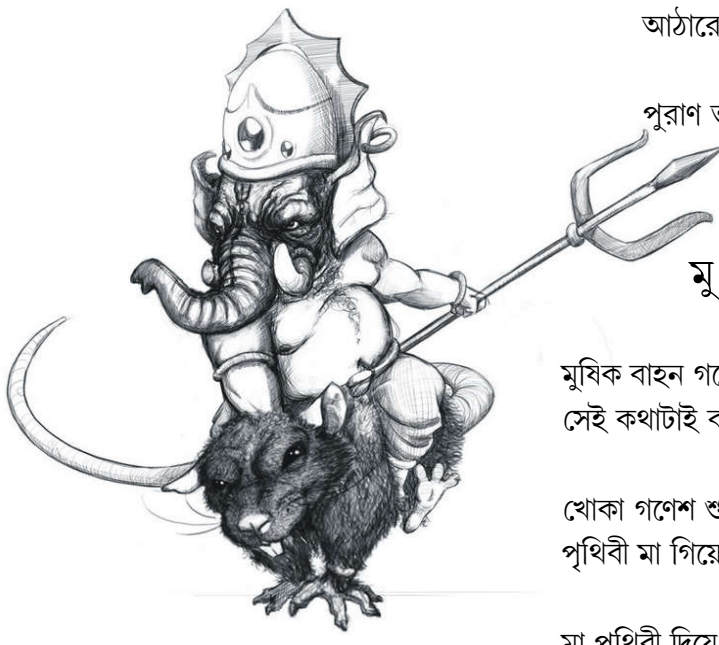

একদন্ত

দুপুরবেলা শিব-দুর্গা ঘুমাচ্ছিলেন ঘরে,
দ্বাররক্ষক গণেশ তখন পাহারা দেন দ্বারে।

শিবভক্ত পরশুরাম এলেন ঘরের কাছে,
দুয়ার হতে গণেশ বলেন ঢুকতে মানা আছে।

কুঠার ঘায়ে পরশুরাম ভেঙে দিলেন দাঁত,
একদন্ত হয়েও গণেশ হননি কুপোকাৎ।

লেখক গণেশ

মহাভারত লিখতে হবে, লেখক কোথা পাই
ব্যাস ভাবলেন একবারটি ব্রহ্মার কাছে যাই।

ব্রহ্মা বলেন গণেশ আছেন তাঁরই কাছে যাও
তিনি ভাল 'স্টেনোগ্রাফার' যদি তাঁকে পাও।

ব্যাসের অনুরোধে গণেশ ধরেন কালিকলম,
তিন বছরেই লেখাটি শেষ, বিপুল পরিশ্রম।

মাথার ঘামটি পায়ে ফেলে,
আঠারোটি পর্ব গেলে,
হাতে ব্যথা হল কি তাঁর,
পুরাণ ভাগবতের কোথাওই
এর খবর মেলা ভার।

মুষিক বাহন

মুষিক বাহন গণেশ দাদার কেমন করে হ'ল
সেই কথাটাই বলছি এখন পুরাণে যা ছিল।

খোকা গণেশ শুয়ে ছিলেন শিবদুর্গার ঘরে,
পৃথিবী মা গিয়ে হাজির আনন্দ আসরে।

মা পৃথিবী দিয়ে গেলেন ছোট্ট মুষিকছানা,
খেলার সাথি পেয়ে খোকা করে না বায়না।

সেই মুষিকই বড় হয়ে বাহন হ'ল তার
ছোট্ট হলেও মাথার জোরে বইল হাতির ভার।

ইঁদুর অতি পরিশ্রমী, ধৈর্যশীলও অতি,
গণেশবাহন চিরজীবন ধর্মে রাখে মতি।

ছেদন করে অষ্টপাশ আর সংসারেরই মায়া,
ভক্তিভরে ডাকলে তাঁকে যাবেই যাবে পাওয়া।

গণেশ দাদা

গণেশ বড় শান্ত স্বভাব
ভাইটি অতি দস্যি
কিন্তু এমন ভান করে সে
নেই কোনো তার দোষই।
নালিশ শুনে ব্যতিব্যস্ত,
শিব ঠাকুর আর দুগ্গা মা,
দুই ভাইকে ডেকে বলেন,
থামাও রোজের হাঙ্গামা।
ঠাকুর বলেন, 'গণেশ বড়,
তাই শুনবে দাদার কথা,'
রোগেমেগে বলল কোতো
'মানছি না এ ব্যবস্থা।'
এগিয়ে এলেন মা জননী
বললেন ভাই দুইজনে,
ফিরবে আগে যে ভুবন ঘুরে
মানবো তাকেই সবক্ষণে।
বাবরি চুলে টেরিকেটে
শিখীর পিঠে চড়ে,
চলল কেতো পাক মারতে
দুনিয়াটা তুড়ি মেড়ে।
গণেশ দাদা, বুদ্ধি গাদা,
প্রণাম করে বাবা-মায়,
ইঁদুর চড়ে ঘুরল তাঁদের
মুহূর্তে এক লহমায়।
'পিতামাতাই পরম গুরু,
পিতামাতাই ত্রিভুবন'
ধন্য ধন্য করল সবাই
দেব-দৈত্য-নরলোকে,
সর্বকার্য সিদ্ধিদাতা
বিঘ্নেশ্বর বিনায়কে।

গণেশ জন্ম

নানা মুনির নানা মত গণেশ জন্ম নিয়ে
কেউ বলেছেন বিষ্ণু বরে, বিষ্ণু অংশ নিয়ে।

কেউবা বলেন জন্মেছেন উমা মাতার কোলে,
নায়কবিহীন জন্ম তাঁর তাই বিনায়ক বলে।

কারো মতে জন্মটি তাঁর শিবের পুণ্য অংশে,
মত যাই হোক, জন্মটি তাঁর শিব-দুর্গার বংশে।

গণেশমূর্তি

গণেশের নানা শৈলী ও আঙ্গিকের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সব মূর্তিই গঠনগত দিক থেকে তিন ধরণের হয়ে থাকে।

আসন মূর্তিঃ (উপবিষ্ট)

স্থানক মূর্তিঃ (দণ্ডায়মান)

নৃত্য মূর্তিঃ (নৃত্যরত)

গণেশঅবতার

'গণেশ পুরাণ'-এ গণেশের চারটি অবতারের কথা বলা হয়েছে। গণেশ পুরাণের মতই 'মুদ্‌গল পুরাণ'-এ গণেশের মোট আটটি অবতারের কথা বলা হয়েছে। যদিও গণেশের অগণিত রূপ, কিন্তু এই বিশেষ রূপগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

গণেশ পুরাণ মতে গণেশের অবতার —

মোহতাকত বিণায়ক ঃ

গণেশ এই অবতারে দশভুজ, তাঁর বাহন সিংহ। কৃতযুগে ঋষি কশ্যপ এবং অদিতির সন্তান রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি নরান্তক, দেবান্তক এবং ধূম্রকাশ অসুরকে বধ করেন।

ময়ূরেশ্বর ঃ

গণেশ এই অবতারে ষড়ভুজ, তাঁর বাহন ময়ূর। ত্রেতাযুগে শিব এবং পার্বতীর সন্তান রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর গায়ের রং সাদা। ময়ূরটি তিনি ভাই স্কন্দ (কার্তিক)কে দিয়ে দেন।

গজানন ঃ

গণেশ এই অবতারে চতুর্ভুজ, তাঁর বাহন সিংহ। তাঁর গায়ের রং লাল। দ্বাপরযুগে শিব এবং পার্বতীর সন্তান রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি সিন্ধুরাসুরকে বধ করেন। রাজা বরেণ্যকে তিনি গণেশ-গীতা শোনান।

ধূম্রকেতু ঃ

গণেশ এই অবতারে দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, তাঁর বাহন নীলবর্ণের ঘোড়া। তাঁর গায়ের রং ধূসর। কলিযুগের শেষে আবির্ভূত হয়ে তিনি অগণিত অসুরকে বধ করে পুণরায় কৃতযুগের সূচনা করবেন।

মুদ্‌গল পুরাণ মতে গণেশের অবতার —

বক্রতুণ্ড ঃ (কুঞ্চিত শুঁড়)

গণেশের এই অবতারে ব্রহ্মরূপের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বাহন সিংহ। মাৎসর্য্য অসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

একদন্ত ঃ (একটি দাঁত)

গণেশের এই অবতারে দেহি-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বাহন মুষিক। মদাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

মহোদর ঃ (বিশালাকার উদর)

গণেশের এই অবতারে জ্ঞান-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই অবতারেও তিনি মুষিক বাহন । মোহাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

গজবক্র ঃ (হস্তি মুখযুক্ত)

গণেশের এই অবতারে সাংখ্য-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মুষিক বাহন। লোভাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

লম্বোদর ঃ (বর্তুলাকার উদর)

গণেশের এই অবতারে শক্তি-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই অবতারেও তিনি মুষিক বাহন । ক্রোধাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

বিকট ঃ (অপূর্ব মূর্তি)

গণেশের এই অবতারে সৌর-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই অবতারে তিনি ময়ূর বাহন। কামাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

বিঘ্নরাজ ঃ (বাধা-বিপত্তির রাজা)

গণেশের এই অবতারে বিষ্ণু-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই অবতারে তাঁর বাহন হয়েছে শেষনাগ। মমতাাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

ধূম্রবাহন ঃ (ধূসর বর্ণযুক্ত)

গণেশের এই অবতারে শিব-ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই অবতারেও তিনি মুষিক বাহন। অভিমানাসুরকে বধ করার জন্য তিনি এই রূপে আবির্ভূত হন।

একদন্ত গণেশ

গণেশের দুটি দাঁতের একটি ভাঙা বলে তাঁকে একদন্ত বলা হয়। কেন এই দাঁতটি ভাঙল তা নিয়ে তিনটি কাহিনি প্রচলিত আছে।

পরশুরাম ও গণেশের যুদ্ধ

একদিন দেবাদিদেব মহাদেব গভীর ধ্যান শুরুর আগে গণেশকে ডেকে বলেন দ্বাররক্ষী হয়ে ধ্যানকক্ষ পাহারা দিতে। গণেশকে দেখতে হবে তাঁর ধ্যান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন ধ্যানকক্ষে না প্রবেশ করে। গণেশ কক্ষ পাহারা দেওয়ার সময় সেখানে হাজির হন শিবভক্ত পরশুরাম। তিনি ভিতরে ঢুকতে চাইলে গণেশ বাধা দেন। পরশুরাম বাধা পেয়ে প্রচণ্ড রাগে কুঠার দিয়ে প্রহার করলে গণেশের একটি দাঁত ভেঙে যায়।

চাঁদ ও গণেশ

এক গণেশ-চতুর্থীর দিন গণেশ তাঁর ভক্তদের দেওয়া প্রচুর মিষ্টি খাচ্ছিলেন। খেতে খেতে গণেশের পেট জালার মত হয়ে ওঠে। ঘরে ফেরার জন্য ইঁদুরের পিঠে কোনোক্রমে উঠলেন বটে গণেশ, কিন্তু ইঁদুর তাঁর ভার রাখতে পারল না। গণেশ মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়লেন। এটা দেখে চাঁদ হেসে ওঠে। চাঁদকে হাসতে দেখে গণেশ রাগে নিজের একটা দাঁত ভেঙে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে মারেন।

ব্যাসদেব ও গণেশ

মহাঋষি বেদব্যাস মহাকাব্য মহাভারত রচনা করবেন মনস্থ করলেন। তিনি মুখে মুখে শ্লোক আউড়ে যাচ্ছেন কিন্তু সেগুলো লিখে রাখার কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি গণেশকে রাজি করান মহাভারতের শ্লোকগুলোকে পুঁথির পাতায় লিখে রাখার জন্য। কিন্তু গণেশ শর্ত দিলেন তিনি ঝড়ের গতিতে লিখবেন, শ্লোক বলতে দেরির জন্য তাঁর লেখা যদি থেমে যায় তিনি আর লিখবেন না। ব্যাসদেব শর্ত মানতেই গণেশ তাঁর নিজের একটি দাঁতকে কলম করে মহাভারত লেখা শুরু করেন।

অষ্টবিনায়ক

১. ময়ূরেশ্বর , ২. সিদ্ধিবিনায়ক, ৩.বল্লালেশ্বর,
৪. বরদাবিনায়ক , ৫. চিন্তামণি , ৬. গিরিজাত্মজ ,
৭. বিঘ্নেশ্বর এবং ৮. মহাগণপতি

মহারাষ্ট্রের পুণের চারিপাশে আটটি গণেশমন্দির আছে যাদের একত্রে অষ্টবিনায়ক বলা হয়। প্রতিটি মন্দিরে একটি করে গণেশমূর্তি আছে। মূর্তিগুলি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ কোনো মানুষ এই মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেনি প্রকৃতি তাঁদের সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে। প্রতিটি মূর্তির আকৃতি ও শুঁড়ের গঠনে বিশেষত্ব আছে। মন্দিরগুলিরও নিজস্ব ইতিহাস ও কিংবদন্তি আছে। অষ্টবিনায়কদের নাম অনুসারে আটটি মন্দিরের নাম হল 'ময়ূরেশ্বর মন্দির', 'সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির', 'বল্লালেশ্বর মন্দির', 'বরদাবিনায়ক মন্দির', 'চিন্তামণি মন্দির', 'গিরিজাত্মজ মন্দির', 'বিঘ্নেশ্বর মন্দির' এবং 'মহাগণপতি মন্দির'। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি দর্শণযাত্রাকে 'অষ্টবিনায়ক যাত্রা' বলে। এই যাত্রা শুরু হয় মোরগাঁওয়ের 'ময়ূরেশ্বর মন্দির' থেকে। তারপর ক্রমান্বয়ে সিদ্ধটেকের 'সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির', পালির 'বল্লালেশ্বর মন্দির', মাহাদের 'বরদাবিনায়ক মন্দির', থেভুরের 'চিন্তামণি মন্দির', লেন্যাদ্রির 'গিরিজাত্মজ মন্দির', ওজারের 'বিঘ্নেশ্বর মন্দির', রঞ্জনগাঁওয়ের 'মহাগণপতি মন্দির' ঘুরে আবার মোরগাঁওতে এসে যাত্রা শেষ হয়।

ময়ূরেশ্বর ঃ মোরগাঁওয়ের কার্হা নদীর তীরে এই গণেশ মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন 'ময়ূরেশ্বর'। তাই এই মন্দিরের নাম 'ময়ূরেশ্বর মন্দির'। ভগবান গণেশ এই মূর্তিতে ময়ূর বাহন। ময়ূর থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে মোরগাঁও। মনে করা হয় এই রূপে তিনি অসুর সিন্ধুকে যেস্থানে বধ করেছিলেন সেখানেই মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। অষ্টবিণায়ক মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মন্দিরটি। বাহমানি সাম্রাজ্যের শাসন কালে কালো পাথরের এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরের চারদিকে চারটি গম্বুজ থাকায় দূর থেকে একে মসজিদ বলে মনে হয়। মুঘল আমলে আক্রমণের হাত থেকে মন্দিরকে বাঁচাবার জন্য এই পন্থা নেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের চারদিকে ৫০ ফুট উঁচু পাঁচিল আছে। এই মন্দিরের একটি বিশেষত্ব হল প্রবেশ পথে নন্দীর মূর্তি আছে। সাধারণভাবে শিব মন্দিরেই নন্দীর মূর্তি দেখা যায়, এটি একটি ব্যতিক্রম। শোনা যায় কোনো এক শিব মন্দিরে বসাবার জন্য নন্দীর মূর্তিটি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি ভেঙে মূর্তিটি মন্দিরের প্রবেশ পথের সামনে পরে যায়। মূর্তিটিকে ওইস্থান থেকে আর সরানো যায়নি।

সিদ্ধিবিনায়ক ঃ সিদ্ধটেকের ভীমা নদীর তীরে 'সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির।' মন্দিরটি একটি ছোট টিলার ওপর তৈরী হয়েছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করার জন্য এই টিলাকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। পেশোয়া সেনাপতি হরিপন্ত ফাড়কে পদচ্যুত হওয়ার পর এই মন্দিরের ২১বার প্রদক্ষিণ করেন এবং ঠিক ২১ দিন পর রাজার কাছ থেকে তাঁকে সেনাপতি পদে পুর্ণর্বহালের বার্তা আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন প্রথম যে কেল্লা তিনি জয় করবেন সেই কেল্লার পাথর দিয়ে মন্দিরের রাস্তা বানিয়ে দেবেন। সেইমত বাদামি কেল্লা জয় করে তিনি মন্দিরের সামনে পাথরের রাস্তা বানিয়ে দেন। মন্দিরের গর্ভগৃহটি ১৫ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট চওড়া। এটি নির্মাণ করান পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাঈ হোলকার।পুরাণ মতে ভগবান বিষ্ণু অসুর মধু ও কৌটভকে বধ করার আগে এই স্থানে ভগবান শ্রী গণেশকে প্রসন্ন করেছিলেন। অষ্ট বিনায়কের মূর্তিগুলির মধ্যে একমাত্র সিদ্ধিবিনায়কের শুঁড় ডানদিকে। মূর্তির উরুতে রিদ্ধি ও সিদ্ধি বসে আছে।

বল্লালেশ্বর ঃ অষ্টবিনায়কের এই বিনায়ক মন্দিরটি পালি শহরে অবস্থিত।পরম গণেশভক্ত বালক বল্লালকে তার ভক্তির জন্য নিজের বাবা এবং গ্রামের লোকজন নিপিড়ন করলে ভগবান শ্রীগণেশ তাকে রক্ষা করেন এবং এই নাম পান। আসল মন্দিরটি ছিল কাঠের। ১৭৬০ সালে নানা ফড়নবিশ মন্দিরটি সংস্কার করে পাথরের মন্দির তৈরী করেন। গলিত সিসা দিয়ে পাথরের সাথে পাথর আটকে মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরের দুই প্রান্তে দুটি বড় জলাশয় আছে। মন্দিরটি পূর্বমুখি এবং দু'টি গর্ভগৃহ আছে। যেখানে শ্রী গণেশের মূর্তিটি আছে সেখানে আটটি সুন্দর নকশা করা থাম রয়েছে। মন্দিরটি এমনভাবে নির্মিত যে শীতের শেষে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকিরণ গণেশ মূর্তির ওপর এসে পরে। গণেশ মূর্তিটির চোখ এবং নাভিতে হীরে খোদাই করা আছে। এখানে গণেশকে মোদকের বদলে বেসনের লাড্ডু দেওয়া হয়। মূর্তিটি মন্দিরের পিছনে অবস্থিত পাহাড়ের আকৃতি বিশিষ্ট।

বরদাবিনায়ক ঃ এখানে গণেশকে দানশীলতা এবং সাফল্য প্রদানকারী রূপে দেখতে পাওয়া যায়। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে নিকটবর্তী জলাশয় থেকে গণেশের মূর্তিটি পাওয়া যায়। ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে রামজি মহাদেব বিওয়ালকর মাহাড় গ্রামে এই মন্দিরের নির্মাণ করেন। মূর্তিটি পূর্বমুখি এবং শুঁড় বামদিকে। মন্দিরের মধ্যে একটি অনির্বাণ প্রদীপ জ্বলছে। ১৮৯২ সাল থেকে প্রদীপটি জ্বলে রয়েছে বলে মনে করা হয়। মন্দিরের চারদিকে আছে চারটি হাতির মূর্তি। গর্ভগৃহটি ৮ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া। মন্দিরের চূড়াটি ২৫ ফুট উঁচু। চূড়াটি হয়েছে সোনার সাপের আকৃতিতে।

চিন্তামণি ঃ মহারাষ্ট্রের থেউরে চিন্তামণি মন্দিরটি অবস্থিত। থেউর গ্রামটি মুলা, মুথা এবং ভীমা এই তিন নদীর সঙ্গম। প্রচলিত বিশ্বাস এইস্থানে শ্রী গণেশ ঋষি কপিলার মহামূল্যবান চিন্তামণি রত্নটি লোভী গুণার কাছ থেকে উদ্ধার করেন। মণি উদ্ধারের পর ঋষি কপিলা এটিকে গণেশের গলায় পরিয়ে দেন। তাই গণেশের নাম হয় চিন্তামণি বিনায়ক। এই সমস্ত ঘটনাটি ঘটেছিল একটি কদম গাছের নিচে। এক সময় থেউরের নাম ছিল কদম্বনগর। মন্দিরের পিছনে যে বড় জলাশয় রয়েছে তার নাম কদম্বতীর্থ। মন্দিরটি উত্তরমুখি। মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন ধরণিধর মহারাজ দেব। এখানেও শ্রী গণেশের বাঁদিকে শুঁড়, দুই চোখে পদ্মরাগমণি এবং হীরে বসানো আছে।

গিরিজাত্মজ ঃ মাতা পার্বতীর (গিরিজা) সন্তান (আত্মজ) বলে গণেশের নাম গিরিজাত্মজ। প্রচলিত বিশ্বাস মাতা পার্বতী গণেশকে জন্ম দেওয়ার আগে এই স্থানেই সন্তানের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন। মন্দিরটি একটি গুহার মধ্যে নির্মিত। এখানে একসাথে ১৮ টি গুহা আছে। ৮ নম্বর গুহার মধ্যে একটি পাহাড় কেটে মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য ৩০৭টি সিঁড়ি আছে। মন্দিরের বিশেষত্ব হ'ল একটি বিশাল উপাসনা কক্ষ। কক্ষটি ৫৩ ফুট লম্বা এবং চওড়ায় ৫১ ফুট। এতবড় কক্ষটি একটি পাথর কেটে তৈরী করার জন্য কক্ষের ভিতর কোনো থাম নেই। মন্দিরটি দক্ষিণমুখি। গুহার মধ্যে মন্দিরটি এমনভাবে তৈরী যে দিনের বেলায় পর্যাপ্ত আলো আসে।

বিঘ্নেশ্বর ঃ রাজা অভিনন্দনের ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বিঘ্নাসুর নামে এক দানবকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই দানব সমস্ত ঋষি, মুনি এবং সাধারণ মানুয়ের প্রার্থনা, উপাসনাতেও বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করে। গণেশ বিঘ্নাসুরকে পরাজিত করেন। হার স্বীকার করে বিঘ্নাসুর গণেশের কাছে দয়া ভিক্ষা করে। গণেশ তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যেখানে তাঁর পুজো হবে সেখানে বিঘ্নাসুর যেতে পারবে না। বিঘ্নাসুর এই শর্তে রাজি হয় এবং গণেশকে অনুরোধ করে তার নামটি যেন গণেশের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। গণেশ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং বিঘ্নেশ্বর বিনায়ক নামে পরিচিত হন। পূর্বমুখি এই মন্দিরের চূড়াটি সোনার এবং চারিদিকে পাথরেরপুরু দেওয়াল। মূর্তির কপাল এবং নাভিতে হীরে ও অন্যান্য রত্ন আছে। আনুমানিক ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

মহাগণপতি ঃ কথিত আছে ত্রিপুরাসুরকে বধ করার আগে মহাদেব এখানে গণেশের মন্দির নির্মাণ করেপুজো করেছিলেন। এই মন্দিরের চারিপাশে মহাদেব মণিপুর নামে একটি জনপদ তৈরী করেন। এই জনপদের বর্তমান নাম রঞ্জনগাঁও। এই মন্দিরে গণেশ মূর্তিটি পূর্বমুখি, প্রশস্ত কপাল, পা দু'টি একটির ওপরে আর একটি রেখে বসা অবস্থায় এবং বাঁদিকে শুঁড়। এমন শোনা যায় আসল বিনায়ক মূর্তিটির ১০টি শুঁড় ২০টি হাত এবং মন্দিরের ভূগর্ভস্থ অংশে লোকচক্ষুর আড়ালে সেটিকে রাখা আছে। যদিও মন্দির কতৃপক্ষ এমন কোনো মূর্তির কথা জানেন না বলে জানিয়েছেন। এখানে বিনায়ক মূর্তিটি পদ্মফুলের ওপর বসা অবস্থায় রয়েছে।

গ ণে শে র গ জ মু ণ্ড বৃ ত্তা ন্ত

গণেশের জন্ম নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বামন পুরাণ এবং বরাহ পুরাণ থেকে গণেশের জন্মের পৃথক তিনটি কাহিনি জানা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে গণেশের জন্ম বিষ্ণুর বরে বিষ্ণুরই অংশে। বামন পুরাণমতে গণেশের জন্ম দেবী উমার গাত্রমল থেকে। বরাহ পুরাণমতে গণেশের জন্ম মহাদেবের শ্রীমুখ থেকে। জন্ম কাহিনির মতই তিন পুরাণে গণেশের গজমুণ্ড লাভের কাহিনিও ভিন্ন ভিন্ন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে গণেশের জন্মের পর অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনিও হর-পার্বতীর নবজাতককে দেখতে আসেন। শনির সর্বনাশা দৃষ্টির কথা পার্বতীর জানা ছিল না। অন্য দেবতাদের মত শনি কুমারের মুখ দর্শন না করায় পার্বতী অসন্তুষ্ট হন। দেবীর অনুরোধ রাখতে শনি কুমারের মুখ দর্শন করেন। শনি দর্শন করামাত্র শনির দৃষ্টিতে কুমারের মুণ্ড উড়ে যায়। বিষ্ণুর কথামত পুষ্পভদ্রা নদীর তীরবর্তী গভীর অরণ্যে একটি ঘুমন্ত গজেন্দ্রর মুণ্ড কেটে এনে গণেশের মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। বরাহ পুরাণমতে শিবের উচ্চহাস্য থেকে যে অপরূপ তেজোদৃপ্ত কুমারের জন্ম হয় তাকে দেখে সমস্ত দেবতা এবং দেবী পার্বতী মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েন। শিশুটির প্রতি আকর্ষণে দেবী মহাদেবের কথা ভুলে যান। এতে মহাদেব প্রচণ্ড রেগে যান এবং নিরপরাধ কুমারকে হস্তিমুখ, লম্বিত উদর এবং সর্প-উপবীতযুক্ত হওয়ার অভিশম্পাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি গজমুণ্ডধারী হয়ে ওঠেন। মহাদেবের রাগ কমলে তিনি শিশুটির প্রতি সদয় হন এবং তাকে তাঁর অনুচর বিনায়কগণের নেতা করে দেন। সকল দেবতার আগে তাঁর পুজো হওয়ার বিধান দিলেন। গণেশের গজমুণ্ড লাভের তৃতীয় কাহিনিটি আছে বামন পুরাণে। দেবী পার্বতী একদিন শিবের অনুচর নন্দীকে দরজায় প্রহরী রেখে স্নান করতে যান। নন্দীকে বলেন কেউ যেন তাঁর অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ না করে। এদিকে কিছুক্ষণ পর মহাদেব এসে হাজির হ'ন। নন্দী তাঁকে পার্বতীর আদেশের কথা জানালেও তিনি আদেশ না মেনে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েন। এই ঘটনায় পার্বতী খুব ক্রুদ্ধ হ'ন। তিনি বুঝতে পারেন শিবের কোন অনুচরই তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে না। তাই তাঁর নিজের একটি বিশস্ত অনুচর দরকার যে তাঁর সব আদেশ পালন করবে। একথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্নানের সময় তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন গাত্রমল দিয়ে একটি শিশুমূর্তি তৈরী করেন। দেবীর বরে মূর্তিতে প্রাণ এল। তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেবী তাকে দ্বার পাহারায় রেখে এলেন। দেবীর আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বরকেও সে ঘরের ভেতরে আসতে দিলে না। মহাদেব প্রচণ্ড রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর অনুচরদের কাছে ফিরে গেলেন। প্রভুর অপমানের কথা শুনে দলবেঁধে গণ, বিনায়ক, প্রমথের দল চলল শিশুটিকে শাস্তি দিতে।

দেবাদিদেব তাদের বললেন শিশুটির পরিচয় জানতে। গণেরদল ছুটে গেল তার পরিচয় জানতে। শিশুটি নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল সে পার্বতীর সন্তান। সেই সঙ্গে সেখান থেকে গণেদের চলে যেতে বলল কিন্তু তারা যেতে চাইল না। তখন লড়াই বাধল। শিশুটির বিক্রমের কাছে সবাইকে পরাস্ত হতে হল। তারা কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে মহাদেবকে এসে জানাল শিশুটি দেবী পার্বতীর সন্তান। একথা শুনে মহাদেব পার্বতীর ওপর খুব রেগে গেলেন। তিনি যদি এখন গণেদের বলেন শিশুটিকে ছেড়ে দিতে তাহলে সকলে বলবে তিনি স্ত্রীর আজ্ঞাবহ। তাই নিজের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত অনুচরদের বললেন শিশুটিকে পরাস্ত করতে।

একে একে শিবের সমস্ত অনুচর পরাজিত হল। নারদের মুখে সেই কথা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন দেবাদিদেবের কাছে। সব শুনে প্রথমে ব্রহ্মা গেলেন শিশুটিকে বোঝাতে, কিন্তু তাঁকে হেনস্থা হতে হল শিশুটির হাতে। সেকথা শুনে মহাদেব সমস্ত দেবতা ও তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন ওই দুবৃত্তকে দমন করার। দেব সেনাপতি কার্তিক, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের সমস্ত সৈন্যদের ও শিবের অনুচরদের নিয়ে প্রবল যুদ্ধ বাধালেন। মা পার্বতী প্রমাদ গুণলেন। তিনি কালী ও দুর্গাকে ভার দিলেন শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য। দুর্গা বিদ্যুৎ হয়ে শত্রুদের ওপর আঘাত করলেন আর কালী তাদের ছোড়া সমস্ত অস্ত্র বিকট হাঁ করে গিলে নিলেন। কার্তিক ও ইন্দ্র অসহায়ভাবে গণ এবং দেবতাদের লড়াই করে হারতে দেখলেন।

সকলে শিবের কাছে ফিরে গেলেন। সবশুনে শিব চললেন নিজের হাতে শিশুটিকে শাস্তি দিতে। শিবের নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে আবার সবাই যুদ্ধে চলল। কিন্তু এবারও একই ফল হল। শিবের নির্দেশে বিষ্ণু শিশুটির ওপর হামলা করলেন। দুর্গা ও কালী তাদের মিলিত শক্তি দিল শিশুটিকে। বিষ্ণুর সঙ্গে প্রবল লড়াই চলার সময় শিব সুযোগ বুঝে তাঁর ত্রিশূলটি ছুঁড়ে দিলেন শিশুটির মাথা লক্ষ্য করে। ত্রিশূলের আঘাতে শিশুটির মুণ্ড মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। গণ ও দেবতারা জয়ের আনন্দে উল্লাস করে উঠল। দেবী পার্বতী এইরকম অন্যায়ভাবে তাঁর সন্তানকে হত্যা করার জন্য প্রচণ্ড রাগে লক্ষ লক্ষ শক্তি সৃষ্টি করে তাদের আদেশ দিলেন সমস্ত গণ ও দেবতাদের বিনাশ করতে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ছুটে গেলেন দেবীর কাছে। দেবী তাঁদের বললেন তাঁর পুত্রের প্রাণ ফিরে পেলে তবেই তিনি সকলের প্রাণ রক্ষা করবেন। দেবাদিদেব শিশুটির প্রাণ নিয়েছিলেন, তাই দেবতাদের অনুরোধে তিনি প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন উত্তরদিকে প্রথম যে প্রাণীকে পাওয়া যাবে তার মাথা কেটে শিশুটির মাথায় বসিয়ে দিলে সে আবার জীবিত হয়ে যাবে। দেবতারা উত্ত র দিকে যাত্রা করে প্রথম দেখা পেল একটি এক দাঁত ওয়ালা হাতির। শিশুটি সেই হাতির মুণ্ড কাঁধে নিয়ে নতুন রূপে জেগে উঠল। এই শিশুই হলেন গণেশ। বিনায়ক গজানন শিবের নির্দেশে হলেন গণপতি।

দেশ বিদেশে গণেশ

শুধু ভারতে বা ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দেশেই গণেশমূর্তি ও চিত্র পাওয়া গেছে। সেইসব নানা দেশের গণেশমূর্তি ও চিত্রের কয়েকটি নিদর্শণ রইল পত্রিকার পাতায়।

আফগানিস্তানের গার্দেজ নামক স্থানের গণেশমূর্তি

চীনের থংকা শৈলীর পটে গণেশের ছবি

জাপানের যুগ্ম গণেশমূর্তি কঙ্গি-তেন

তিব্বত থেকে পাওয়া গণেশমূর্তি

ইন্দোনেশিয়ার গণেশমূর্তি

নেপালের সূর্য্য-বিনায়ক মন্দিরের গণেশমূর্তি

কাম্বোডিয়ার মাইসন নামক স্থানে খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর একটি দণ্ডায়মান গণেশমূর্তি পাওয়া গেছে।

জাভার বাড়া নামক স্থান থেকে পাওয়া নরকরোটির আসনে উপবিষ্ট জটাজুটধারী গণেশমূর্তি।

থাইল্যাণ্ডের সুখতাই শৈলীতে নির্মিত ব্রোঞ্জের গণেশমূর্তি ভাঙ্গা দাঁত ডান হাতে ধরা অবস্থায়।

বিশেষ গণেশ সংখ্যা

গণেশ মূর্তির প্রতীক

গণেশের মাথা আত্মার প্রতীক এবং তাঁর নররূপ শরীর পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের প্রতীক। গজমুণ্ড জ্ঞানের প্রতীক এবং তাঁর শুঁড় 'ওঁ' চিহ্নকে নির্দেশ করে যার অর্থ জাগতিক অস্তিত্ব । তাঁর কোমরে যে সর্প আছে তা সমস্ত প্রকার শক্তির প্রতীক। ভগ্ন দাঁত ত্যাগের প্রতীক। বড় কান বোঝায় তিনি আমাদের সব অভাব অভিযোগ শুনছেন। গণেশের হাতের গদা সমস্ত বাধা দূর করে মানুষকে শাশ্বত পথে নিয়ে চলে। তাঁর হাতের রুদ্রাক্ষ জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। গণপতির বিশাল আকার ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। বাহন মুষিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের সমান গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

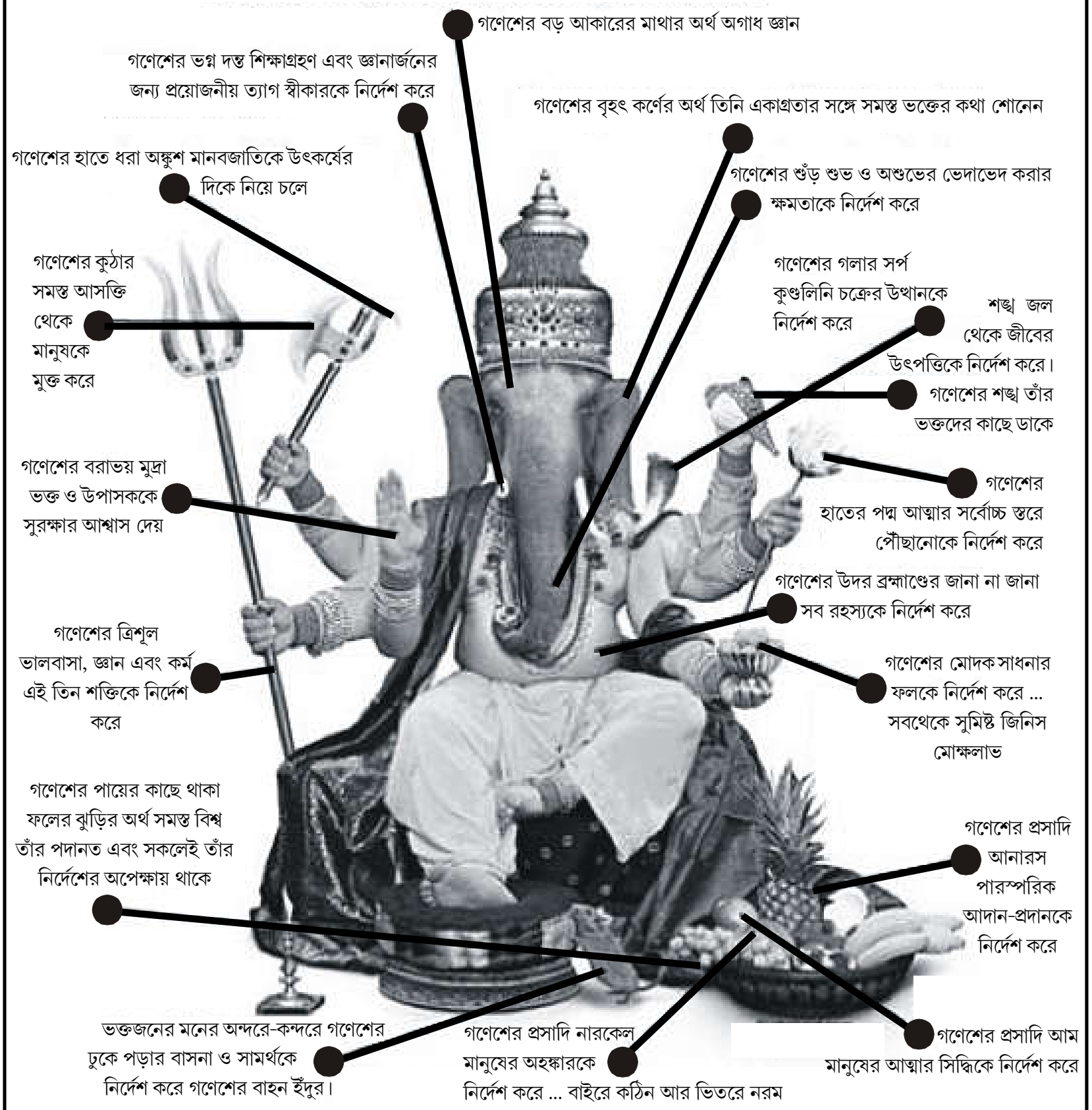

ভগবান গণেশের নানান মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির হাত ও শুঁড়ের সংখ্যার যেমন প্রকারভেদ রয়েছে তেমনি প্রকারভেদ আছে তাঁর বাহন এবং অস্ত্রের ক্ষেত্রেও। প্রতিটি বিষয়ের অর্থও ভিন্ন। উপরের গণেশ মূর্তিটিও এমনই এক প্রকারভেদের নিদর্শণ। এখানে গণেশ ছয় হাতের এবং ডান হাতের অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ত্রিশূল ও অঙ্কুশযুক্ত কুঠার। প্রচলিত মূর্তিতে গণেশের চার হাত, অস্ত্র হিসাবে থাকে চক্র ও গদা। চক্র এবং কুঠার একই অর্থ বহন করে। কোনো কোনো মূর্তিতে দড়ির ফাঁসও দেখতে পাওয়া যায় অস্ত্র হিসাবে। উপরের মূর্তির বাম হাতে শঙ্খ, পদ্ম ও মোদক রয়েছে। কোনো কোনো মূর্তিতে রুদ্রাক্ষের মালা, কমণ্ডলুও দেখতে পাওয়া যায়। রুদ্রাক্ষকে বলা হয় শিবের অশ্রু। এর অর্থ প্রার্থনা এবং ধ্যান। কমণ্ডলুর অর্থ জীবনের আধার এবং তার ভিতরের জল প্রাণরসকে নির্দেশ করে।

*সমগ্র সংখ্যাটির পরিকল্পনা ও রূপায়ন — **জহর চট্টোপাধ্যায়।***

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148